দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 AUG 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কারিগরি শিক্ষার নামে প্রতারণা

॥ নিজামুল হক ॥

- অকেজো কম্পিউটার, যন্ত্রপাতি, অপ্রশিক্ষিত শিক্ষক দিয়ে শিক্ষাক্রম পরিচালনা
- কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো

রাজধানীর মিরপুর ১০ নম্বরে রয়েছে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত মিরপুর ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)। এ প্রতিষ্ঠানের বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত চার বছর মেয়াদী দুইটি টেকনোলজিসহ এইচএসসি (বিএম) কোর্স চালু রয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত মোবাইল সার্ভিসিং, ডিপ্লোমা ইন মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন মেয়াদের আরো চারটি কোর্স। এছাড়া জাতীয় যুব প্রশিক্ষণ একাডেমির (নিটা) অধীনে বিভিন্ন মেয়াদের ৬ টি এবং বিদেশগামীদের জন্য বিশেষ ১০টি কোর্স। অথচ এতগুলো কোর্সের জন্য মাত্র তিনটি ছোট ক্লাস রুম, একটি কম্পিউটার ল্যাব ও একটি অফিসকক্ষ। সংখ্যায় ১৫টি কম্পিউটার থাকলেও অধিকাংশই অকেজো। পাঁচতলাবিশিষ্ট একটি মার্কেটের তৃতীয়তলার ৩-৪টি কক্ষ ভাড়া নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার নামে বাণিজ্য। নেই কোন শিক্ষক। রয়েছে ছোট আকারের তিনটি ক্লাস রুম। চারতলার সাবলেট হিসাবে ভাড়া দিয়েছে একটি কোচিং সেন্টারকে। এভাবে কোন ল্যাবরেটরি সুবিধা না দিয়ে কারিগরি শিক্ষার কিছু না শিখিয়েই সার্টিফিকেট নিয়ে শিক্ষার্থীরা বের হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষাবোর্ড নীতিমালার ৯০ ভাগ পূরণও করছে না প্রতিষ্ঠানটি। এভাবে বোর্ডের প্রণীত নীতিমালার তোয়াক্কা না করে শিক্ষার নামে প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে (২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

কারিগরি শিক্ষায়

(প্রথম পৃঃ পর)

বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলো। বোর্ডের কঠোর তদারকি না থাকায় এমনটি ঘটছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে এমনটি হচ্ছে।

দেশে ১০৪টি চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সে, ৯৮টি কৃষি ইনস্টিটিউট, ২১টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ১৬টি স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও সেবা শিক্ষাক্রম রয়েছে। এর মধ্যে ৯৫ ভাগ প্রতিষ্ঠানই সরকারের নীতিমালা না মেনেই শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৮০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা আদায় করা হচ্ছে। কোন শিক্ষক নিয়োগ না দিয়েই কম্পিউটারে সাধারণ জ্ঞান রয়েছে এমন ব্যক্তিদের দিয়ে পড়ানো হচ্ছে চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স। এভাবে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। বিনিময়ে কিছুই শেখানো হচ্ছে না শিক্ষার্থীদের।

শিক্ষার নামে এভাবে শিক্ষার্থীদের প্রতারিত করছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বিষয়টি প্রমাণ পাবার পর

২০০৮ সালে ১০৯টি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, ৯১টি কৃষি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এবং ২১টি অন্যান্য ইনস্টিটিউটকে সতর্ক করে দেয় এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না করে শিক্ষার্থী ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু এ নির্দেশ না মেনে শিক্ষার্থী ভর্তি করছে প্রতিষ্ঠানগুলো।

বর্তমান সরকার কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে কারিগরি শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। এ শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে নানা পদক্ষেপও হাতে নিয়েছে। বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার ওপরও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু বেসরকারি পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার নামে এভাবে শিক্ষার্থীদের প্রতারণা করা হচ্ছে। কারিগরির কিছুই না শিখে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সার্টিফিকেট নিয়ে বের হচ্ছে। প্রকৌশলী নয় এমন শিক্ষক দিয়ে শিক্ষাক্রম চালানো হচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষার জন্য ভর্তি হয়ে কিছু না শিখেই কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের সার্টিফিকেট নিয়ে বের হচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষা একটি ব্যয়বহুল ও হাতেকলমে শিক্ষা। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ, ভৌত অবকাঠামো, প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি। কিন্তু বোর্ডের স্বীকৃতি নিয়ে গড়ে ওঠা ৪ বছর মেয়াদী করিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগুলোর কোনটিই নেই। হাতে গোনা মাত্র ৫-৬টি কারিগরি ইনস্টিটিউটে রয়েছে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা। তবে এসব প্রতিষ্ঠানও শিক্ষাবোর্ড প্রণীত নীতিমালার ৭০ ভাগই মানছে না।

বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা মানতে হবে। না মানলে স্বীকৃতি বাতিল হবে। অথচ এ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নীতিমালা না মেনে দিনের পর দিন শিক্ষার নামে প্রতারণামূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী ৪ বছর মেয়াদী একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে অধ্যক্ষ/পরিচালকের কক্ষ, অফিস কক্ষ, একাডেমিক কক্ষ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কক্ষ, ছাত্র ও ছাত্রীদের আলাদা কমনরুম, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেট, স্টোর, টিচার্স কমনরুম ও লাইব্রেরীর জন্য আলাদা আলাদা কক্ষ থাকতে হবে। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানেও এ ভৌত অবকাঠামো নেই। এর মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠানে রয়েছে মাত্র একটি অফিস কক্ষ ও একটি টয়লেট।

এ ছাড়া নীতিমালায় রয়েছে প্রতিষ্ঠানের প্রতি টেকনোলজির প্রতিটি গ্রুপের জন্য ৩২০ বর্গফুটের ৪টি ক্লাস রুম, বিভাগীয় প্রধান ও অন্য শিক্ষকের বসার জন্য আলাদা দু'টি কক্ষ থাকতে হবে। দেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে একটি বিভাগের জন্য রয়েছে মাত্র একটি ক্লাস রুম।

নীতিমালায় বলা আছে, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের জন্য প্রতি ২০ জনের জন্য ২শ' বর্গফুটের আলাদা ২টি কক্ষ থাকতে হবে। তাছাড়া কম্পিউটার টেকনোলজির জন্য ৪টি, ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির জন্য ৫টি, পাওয়ার টেকনোলজির জন্য ৪টি, রিফ্রিজারেশনের জন্য ৩টি, কেমিক্যাল টেকনোলজির জন্য ৬টি, ফুড টেকনোলজীর জন্য ৪টি, ইলেকট্রোমেডিক্যাল টেকনোলজীর জন্য ৫টি, অটোমোবাইলের জন্য ৪টি, মেকাট্রনিক্সের জন্য ৪টি, এনভায়রনমেন্টালের জন্য ৫টি, সিভিল টেকনোলজীর জন্য ৯টি, মেকানিক্যালের জন্য ৬টি ৪০০ বর্গফুটের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবরেটরি থাকতে হবে। কিন্তু দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতি টেকনোলজীর জন্য মাত্র একটি করে ল্যাবরেটরি রয়েছে। তাছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠান ল্যাব ছাড়াই শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক কর্মচারী বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বাছাই কমিটির মাধ্যমে নিয়োগের বিধি থাকলেও তা মানছে না।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর বলেন, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই বোর্ডের নীতিমালা মানছে না। এবারে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার।

কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাশেম ইত্তেফাককে বলেন, কারিগরি শিক্ষার নামে কোন প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতারণা করলে সে সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।